দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 03 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অবৈধ অস্ত্র আর সন্ত্রাসীদের আখড়া ঢাকা পলিটেকনিক ক্যাম্পাস

তেজগাঁও সংবাদদাতা

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আবাসিক ছাত্রাবাস এবং এর আশপাশের এলাকাগুলো এখন সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। স্থানীয় কয়েকজন রাজনীতিক এবং তথাকথিত ছাত্রনেতা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কৌশলে ছাত্রদের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করছে। এ সব অপকর্মে জড়িয়ে গত ৫ বছরে এখানে এক ডজনেরও বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ ছাড়া আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে অনেককে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক এসএসসি পাস করা ছাত্র ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন বিভাগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হয়। এদের একাংশ ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আসে। নিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ দূর থেকে আসা ছাত্রদেরকে বিভিন্ন আবাসিক হলের কক্ষে বসবাস করার অনুমতি দেয়। হলে বাসকারী উঠতি বয়সের ঐ ছাত্রদেরকে তেজগাঁও এলাকার একশ্রেণীর অসৎ রাজনীতিক দেশ সেবার কথা বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোতে জড়িয়ে নেয়। পরে সুবিধামতো তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম। এ সব আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্ররা।

এ ছাড়া পলিটেকনিক ছাত্র সংসদের নির্বাচনী খরচ সংগ্রহের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা ব্যবহার করে শিল্প এলাকার বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে চাঁদা আদায় ও টেন্ডার সিডিউল নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে ঐ ছাত্ররা। পরে আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে এরা একে অপরের ওপর হামলা ও পাল্টাহামলা করতে গিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে অনেকে মূল্যবান প্রাণ হারায়। অন্যদিকে, নেপথ্যে থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের নাম ভাঙ্গিয়ে বিভিন্ন শিল্পকারখানার মালিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে। যদি কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন। ফলে এই ক্যাডাররাই তেজগাঁও শিল্প এলাকার বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার সিডিউল নিয়ন্ত্রণ করে। ইচ্ছা মতো ঠিকাদারদেরকে কাজ পাইয়ে দেয়ায় সহযোগিতা করে। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে সন্ত্রাসী ছাত্ররা মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে। আর এ সব অসৎ ঠিকাদারকে গোপনে সহায়তা করে দরপত্র আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

পাঁচ বছরে এক ডজন খুন হলগুলোতে রাতভর চলে অসামাজিক কার্যকলাপ

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কয়েক ছাত্র এই প্রতিবেদককে জানায়, বর্তমানে ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস এবং ছাত্রাবাসগুলোতে দু'টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের বেশ কিছু সন্ত্রাসী ছাত্র অবস্থান নিয়েছে। এদের সহযোগিতা করছে বহিরাগত পেশাদার সন্ত্রাসীরা। ইনস্টিটিউটের সন্ত্রাসী ছাত্রদের ছত্রছায়ায় প্রায় প্রতিদিনই বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হলের ভিতরে প্রবেশ করে।

অভিযোগ রয়েছে, প্রায়ই বহিরাগত সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসী ছাত্ররা মিলে আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সাধারণ ছাত্রদের রুম দখল করে নেয়। সেখানে রাতভর চলে তাস ও জুয়া আর অসামাজিক কাজ। এ ছাড়া মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল ইত্যাদি তো চলেই। কয়েকজন ছাত্র জানিয়েছে, ইনস্টিটিউট ছাত্র সংগঠনের নেতাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শটগান, বকুক, কাটা রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, ধারালো অস্ত্র এবং বোমা তৈরির কেমিক্যাল।

বেগুনবাড়ী ও আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এ ইনস্টিটিউটের ছাত্র রাজনীতি এবং আধিপত্যের বিরোধে গত ৫ বছরে কমপক্ষে এক ডজন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ভিপি মিজান, সোহেল, জিএস শাকিল এবং ছাত্র ক্যাডার রিয়াদ, শিন্টি জাহিদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সাবেক ছাত্রনেতা এবং তৎকালীন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মামা খোকন ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গোলাম মোস্তফা মাসুদ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যেও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের আধিপত্য বিস্তারের বিরোধ রয়েছে বলে তারা জানায়।

বহিরাগতদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে থানা পুলিশ হলে অভিযান চালালে সন্ত্রাসীরা পুলিশের প্রতি গুলিবর্ষণ এবং বোমা নিক্ষেপ করতে করতে বেগুনবাড়ী ও তেজগাঁও শিল্প এলাকায় আত্মগোপন করে। প্রায় দু'মাস আগে এক মধ্যরাতে তেজগাঁও পুলিশ ছাত্রাবাসের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে অভিযান চালালে উভয় পক্ষে কয়েক ঘণ্টা গুলিবিনিময় হয়। পুলিশ এ সময় আহত ও অক্ষত অবস্থায় কয়েকজন বহিরাগতসহ ৭ সন্ত্রাসী ছাত্রকে বেশ কিছু হাতবোমা এবং কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করে।